এক মডেল এবং তার গল্প

সমীর কুমার রায়

এক

অন্বেষা ঠিক করে , সুমনার সঙ্গে কথা বলবে। মোবাইলটা পাশেই ছিল। সুমনার নম্বর টেপে।
'হ্যালো!'
'সুমনা, ফ্রী আছিস?'
'কেন রে?'
'তুই উদয়নের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলি, আজ আমার একটা সিটিং আছে। যাবি?'
'কখন?'
'বিকেল সাড়ে ৫ টা নাগাদ।'
'বেশ, আমাকে পিক আপ করে নিস।'
লম্বা চওরা হলো ঘর। উঁচু সিলিং। ঘরের উত্তর প্রান্তে মোটা বেতের উঁচু মোড়ায় একজন পুরুষ বসে আছেন। সুন্দর মুখে সাদা দাড়ি গোঁফ, অতীতকালের মুনি ঋষিদের কথা স্মরণ করায়। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে আলখাল্লা ধরনের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা পোশাক। যার রং লাল। তার সামনে বেতের টেবিলে বেশ কয়েকটা তুলি এবং রঙের পাত্র। ঘরের মধ্যে ক্যানভাসে আঁকা অনেকগুলো ছবি, যার কয়েকটা সম্পূর্ণ হয়েছে, কয়েকটা বা এখনও হয়নি।
মাধব, অন্বেষা আর সুমনাকে সদর দরজা থেকে এঘরের দরজায় নিয়ে এসেছে।
'দাঁড়ান।'
সে ঘরের ভেতরে ঢোকে। সে পুরুষটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কি যেন বলে। তিনিও বলেন। মাধব ফিরে এসে অন্বেষাদের বলে, 'যান।'
তিনি একটা ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তোলেন।
'দেরী যে?'
অন্বেষার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন। একটুবা হাসেনও।
'একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম' অন্বেষাই বলে।
তিনি এবার দৃষ্টি ঘোরান। সুমনার দিকে তাকান।
'এ কে?'
'আমার বান্ধবী। সুমনা।'
সুমনা হাত জোড় করে নমষ্কার করে। তিনি হাসেন। সেই হাসি লম্বা ও চওড়া। 'আমি উদয়ন', বলেন।

'আজ তাহলে শুধু গল্প?' তার এই জিজ্ঞাসাটা অন্বেষাকে।

'না, আমি সিটিং দেব।'

'তোমার বান্ধবী কি করবে?'

'ও দেখবে।'

'অসুবিধা হবেনা?'

'কিসের অসুবিধে! ও-ওতো আমার মতোই মেয়ে।'

'তুমি বসো,' একটা বেতের মোড়া দেখিয়ে তিনি সুমনাকে বলেন। তারপর অন্বেষার দিকে ফেরেন, 'তাহলে আমরা আরম্ভ করি। কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

অন্বেষা পরনের সব পোশাক একে একে খুরে ফেলে। খোলস ছেড়ে আসল মূর্তিরযেন বেরিয়ে আসা। সুমনা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। অন্বেষার দেহসৌষ্ঠব যে তারিফ করার মতো, মনে মনে স্বীকার করে নেয়।

একটা সাদা ক্যানভাস তাঁর সামনে দাঁড় করান ছিল। তিনি তার গায়ে তুলির আঁচড়ে অন্বেষার ছবি আঁকতে থাকেন।

'এভাবে সব খুলে দাঁড়াতে তোর লজ্জা করেনি?'

সুমনা জানতে চায়। তখন সে আর অন্বেষা মোটরে ফিরে যাচ্ছে।

'লজ্জা করবে কেন?'

'করবে না?'

'কেন করবে? এতো আর্ট, শিল্প। তার স্বার্থেইআমি ন্যুড সিটিং দিয়েছি।'

'কত পেয়েছিস?'

'াক?'

'টাকা'

'কিচ্ছুনা। বিনা পয়সায় আমি মডেলের কাজ করেছি। স্রেফ শখ।'

'কিন্তু অনেক টাকা পেতিসতো।'

'আমার টাকার অভাব নেই। আর্কিটেক্টের কাজ করি আর অনেক রোজগার করি।'

'তাহলে এরকম অদ্ভুত শখ? একজন পুরুষের সামনে নিজেকে এভাবে এক্সপোজ করা। মডেলরা তো টাকার জন্যে এ সব করে।'

অন্বেষা ডান হাত দিয়ে সুমনার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলে 'আমি সে রকম মডেল নই গো।'

'তাহলে তোর লাভ?'

'উদয়নের মতো এতো বড় শিল্পীর ছবিতে আমি আমার শরীরটাকে ধরে রাখতে চাই। আমি একদিন মরে যাবো, আমার এই দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু ওর পেন্টিংয়ে আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো।'

দুই

সময় যেন নদীর জল। দরিয়ার পানি। এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকেনা।

কাফেতে অস্পষ্ট, হাল্কা, নীলাভ আলো। আলো আছে, আলো নেই, এইরকম যেন। সব টেবিলভরেনি। অর্ধেক এখনও খালি। কথা চলছে মৃদুস্বরে। ঠান্ডা। এ.সি চলছে ফুলস্পীডে।

অন্বেষা পরে এসেছে চামড়ার সঙ্গে সেঁটে থাকা ফুলপ্যান্ট- ছাই ছাই রং, উর্ধাংশে টপ-কাঁধেতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। সুমনার পরনে সালওয়ার-কামিজ।

অন্বেষা সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয়। মুখ ছুঁচলো করে বাতাসে ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়।

'উদয়নকে প্রপোজ করবো।'

'কিসের জন্যে?' সুমনা জিজ্ঞেস করে।

'বিয়ের'

সুমনা মুখের ভেতরে ধোঁয়া তখন সবে পুরেছে। খক খক করে কেশে ওঠে। নিজেকে সামলাতে সময় নেয়। এক ঢোক জল গেলে।

'বয়সের তফাৎটা খেয়াল রেখেছিস? মেসোমশাইয়ের বয়সী প্রায়।'

পকৌড়ার টুকরোটা অন্বেষা কাঁটা দিয়ে মুখে পোরে। চিবিয়ে গিলে ফেলার পর বলে, 'সো হোয়াট? বাবার বয়সী প্রায়। বাবাতো নয়।'

'দেহের একটা ক্ষিধে থাকে।'

'সো হোয়াট?'

'তোর অনেক আগে ওর যৌন ক্ষমতা ফুড়িয়ে যাবে।'

'কিন্তু বিয়ে ভাঙ্গবে না। দেহের ক্ষিধে মেটাবার জন্যতো বিয়ে করা নয়। মানসিক আশ্রয় আর সাহচর্যের জন্য বিয়ে করা। উদয়নের কাছ থেকে আমি তা পাবো। দেহের ক্ষিধের জন্য অন্য পুরুষ জোগাড় করে নেবো।'

সুমনা স্তম্ভিত হয়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে,'ওকে ভালবাসিস?'

'নিশ্চয়ই।'

'বলেছিস?'

'এখনও বলিনি। প্রোপোজ করার সময় বলবো।'

'ইউ আর কমপ্লিটলি ক্রেজী।'

তিন

এটা অন্বেষার নিজের ঘর। এই ঘরে সে শোয়, ঘুমায়, বিশ্রাম করে, সাজে। এই ঘরের চৌহদ্দিতে সে নিজের মুখোমুখি হতে পারে।

এখন এ-ঘরে সে একা। দরজার ছিটকিনি ভেতর থেকে বন্ধ।

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় উদয়নের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সে-ই উদয়নকে ফোন করেছিল।

ড্রেসিং টেবিলের কাঁচের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্ত নিজেকে তাকিয়ে দেখে। তারপর পরনের পোশাক একে একে খুলে ফেলে। আয়নায় প্রতিফলিত নিজের অবয়বের দিকে তাকায়। ঠোঁটের কোণে মোচড়ান হাসি ফোটে। এই দেহ নিশ্চয়ই উদয়নকে মুগ্ধ করেছে। এই সুন্দর, চমৎকার দেহ। আর তাই সে প্রোপোজ করা মাত্র উদয়ন প্রস্তাব লুফে নেবে। ভাবে।

চার

'কি ব্যাপার? হঠাৎ তলব?' উদয়ন হাসেন। তার পরনে এখন আলখাল্লা নেই। পাঞ্জাবী আর পায়জামা। দুই ধবধবে সাদা।

অন্বেষা তার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

'আমার একটা কথা বলার আছে।'

'কি কথা?'

'এসো, আমরা বিয়ে করি।'

তিনি চমকে উঠলেন। দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

'তা কি করে সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়? আমি তোমাকে ভালবাসি।'

উদয়ন শব্দ করে হেসে ওঠেন, 'তুমি আমার মেয়ের মতো।'

'মেয়ের মতো। মেয়ে নই।'

উদয়ন উঠে দাড়ান।

'আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসী।'

'কিন্তু তিনি তো মৃত।'

'তবু তাকেই, কেবল তাকেই ভালবাসি। '

উদয়ন দাঁড়িয়ে থাকা ধবধবে সাদা মোটরটায় চড়েন। হুস্ করে মোটরটা চলে যায়। অন্বেষা তাকিয়ে দেখে। পরাজয়ের বেদনা চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসে।

সমীর কুমার রায়, ব্যানার্জী পাড়া, কোলকাতা